জীবন বৃত্তান্ত

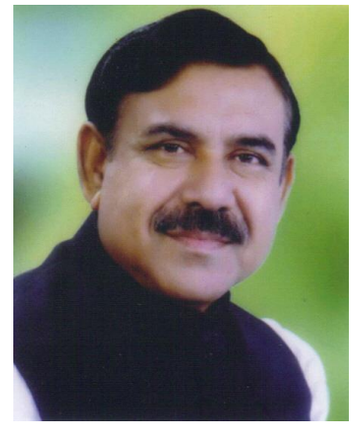

নাম	ঃ	শাজাহান খান।
উচ্চতা	ঃ	৫ ফুট সাড়ে ১১ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা।
পিতা	ঃ	মরহুম এ্যাডভোকেট মৌলভী আছমত আলী খান (সাবেক সংসদ সদস্য)।
মাতা	ঃ	মরহুমা তাজন নেছা।
জন্ম তারিখ	ঃ	০১/০১/১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ
গ্রামের ঠিকানা	ঃ	গ্রাম- মধ্য হাউসদি, পো:- দুর্গাবর্দী, ইউনিয়ন- দুধখালী, উপজেলা-সদর, জেলা- মাদারীপুর।
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	নূতন শহর, ডাকঘর ও জেলা- মাদারীপুর।
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	৭নং মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা।
ফোন নম্বর	ঃ	সচিবালয় অফিস- +৮৮০২ ৯৫৭৬৫০০, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৫৪০৩১১ সংসদ অফিস- +৮৮০২ ৮১১২৩০৯, PABX: +৮৮০২ ৯১৩১১০০-৯,এক্স: ২৩৭৩ বাসা- +৮৮০২ ৯৩৩০৭১১ এমপি হোস্টেল- +৮৮০২ ৮১৭১১৩৪ মোবাইল- +৮৮ ০১৭১১-৬৩৮১৯৮, +৮৮ ০১৫৫২-৩৩৪৪৮০ ই-মেইল- skmadaripur@yahoo.com
পেশা	ঃ	রাজনীতি, সমাজসেবা ও ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট।
বৈবাহিক অবস্থা ও শ্বশুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	ঃ	১৯৮৪ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারী বরিশাল জেলাধীন গৌরনদী উপজেলার নাঠৈ গ্রামের মরহুম সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ও মোসাম্মৎ নূরজাহান বেগমের জেষ্ঠ্য কন্যা সৈয়দা রোকেয়া বেগমের সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে সৈয়দা রোকেয়া বেগম চরমুগরিয়া মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষিকতা পেশায় নিয়োজিত। তারা দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক-জননী। শ্বশুর সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ১৯৫২ সালে বরিশাল বিএম কলেজ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। তিনি ঐ সময় বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালের ১৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালে ৩১মে তারিখে ইন্তেকাল করেন। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষা সৈনিক মরহুম সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া মরোণোত্তর একুশে পদক প্রদান করেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	১৯৫৭ সালে মাদারীপুর নুতন শহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে মাদারীপুর ইউনাইটেড ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে মাদারীপুর নাজিমুদ্দিন কলেজ হতে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

		১৯৭০ সালে রাজনৈতিক কারনে মাদারীপুর উপ (বর্তমান জেলা) কারাগারে বন্দী অবস্থায় স্নাতক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬মাস কারাভোগের পর মুক্তি পান। ১৯৭১ সালে জানুয়ারীতে ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজে ভর্তি হন। মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও পরবর্তিতে জাসদ-এর রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তার শিক্ষা জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।
পিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	ঃ	পিতা মরহুম মৌলভী আছমত আলী খান ১৯০৭ সালে ১০ জুলাই মাদারীপুর সদর উপজেলার মধ্য হাউসদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরিশাল বিএম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে কোলকাতা থেকে মোক্তারশীপ পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে মাদারীপুর মহকুমা মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ ১৯৪৯ সালে মুসলিম আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এবং ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিলে কেন্দ্রিয় কমিটিতে পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৯ সালে মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ১৯৮৬ সালে বার্ধক্য জনিত কারণে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক সময় বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগেরও সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫৪, ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে যথাক্রমে তৎকালীন পাকিস্তান আইন পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ও প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ৩৪ বৎসর মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন দুধখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। এরমধ্যে একবার ব্যতিত প্রতিবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ শাসনামলে দুর্ভিক্ষের সময় সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের দেয়া 'খান বাহাদুর' খেতাব প্রত্যাখান করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাঁর মাদারীপুরস্থ বাসভবন গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাস ও লঞ্চ সমূহ ধ্বংস করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মাদারীপুর মহকুমার সিভিল এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকান্ডের পর বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক কর্তৃক আহুত সংসদ সদস্যদের সভায় তিনি প্রথম বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের বিচার ও শোক প্রস্তাব গ্রহণের দাবী করেন। তাঁর এ ভূমিকার পর আরো কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য তীব্র প্রতিবাদ করার পর খন্দকার মোশতাকের আহুত সভা ভন্ডুল হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক তাকে বঙ্গভবনের ভেতর নিয়ে মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব দিলে তিনি ঘৃনাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পঞ্চাশের দশকে সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পাকিস্তান সরকার তাকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তিনি মধ্য হাউসদী আচমত আলী খান উচ্চ বিদ্যালয়, জুলিওকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মস্তফাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কালিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঘুনসী উচ্চ বিদ্যালয় সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। পেশায় তিনি আইনজীবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ফরিদপুর জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি ডেমোক্রোটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) এর মাদারীপুর মহকুমার আহ্বায়ক হিসেবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৯৩ সালের ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে মরোণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রদান করেন। মাদারীপুরের খান পরিবার গণপ্রতিনিধিত্ব শুরু করে ১৯১৯ সাল থেকে।
শাজাহান খানের রাজনৈতিক জীবন	ঃ	• ১৯৬৪ সালে স্কুল জীবনে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতির শুরু করেন। • ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৯৬৭-৬৮ সালে তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমা (বর্তমান মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলা) ছাত্রলীগের পর পর দুইবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। • ১৯৬৭-৬৮ সালে মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক (এ,জি,এস) নির্বাচিত হন। • ১৯৬৭-৬৮ সালে ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

		• ১৯৬৮-৬৯ সালে মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি (ভি,পি) নির্বাচিত হন। • ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। • ১৯৬৯-৭০ সালে তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। • ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশিক্ষণের জন্য ভারত গমন করেন এবং উত্তর প্রদেশে দেরাদুনে প্রশিক্ষণ শেষে কোলকাতা ফিরে আসেন। পরে বিহারের চাকুলিয়া ক্যাম্পে কিছুদিন ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। • ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি.এল.এফ) (মুজিব বাহিনী) মাদারীপুর মহকুমার সহকারী প্রধান ছিলেন। • ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক নির্বাচিত হন। • ১৯৭২ সালে জানুয়ারি মাসে মাদারীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং অদ্যাবধি উক্ত পদে আসীন আছেন। • ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৮০ সালে যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯৯৪ সালে কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এখনো ঐ পদে আসীন রয়েছেন। • ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন ও জাসদ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্য এবং মাদারীপুর জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। • ১৯৭৩ সালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক এবং মাদারীপুর জেলা জাসদ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। • ১৯৭৯ সালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। • ১৯৮৩ সালে মাদারীপুর জেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। • ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ২১৮, মাদারীপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোঃ এরশাদ জাতীয় সংসদে ৭ম সংশোধনী পাশের জন্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের টাকা, মন্ত্রীত্বসহ নানা প্রলোভন দিয়ে তার দল জাতীয় পার্টিতে ভিড়াতে থাকেন। এ সময় জাতীয় পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা, গুলশানে বাড়ী ও মন্ত্রীত্ব প্রদানসহ অন্যান্য প্রলোভন দেখানো হয়। সব প্রলোভন প্রত্যাখান করে তৃতীয় জাতীয় সংসদের একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে তিনি স্বাতন্ত্রতা রক্ষা করেন। • ১৯৮৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। • ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়ায় জাতীয় সংসদ উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। • ১৯৮৭ সালে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ৪ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাতীয় সংসদ হতে পদত্যাগের ঘোষনা দেন। এ অবস্থায় ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এইচ, এম, এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। • ১৯৮৭ সালে জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। • ১৯৮৩ সালে সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির ১২জন কেন্দ্রিয় সদস্যের মধ্যে অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার আন্দোলন জোরদার করেন। • ১৯৮৭ সালে সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সদস্য সচিব নির্বাচিত হন। ঐ বছর বেআইনীভাবে ড্রাইভার হারুণ অর রশিদকে ফাঁসির আদেশ দেয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন করে তাকে মুক্ত করেন। এই আন্দোলনে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। • ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রপতি এইচ, এম, এরশাদ মাদারীপুর সফর করতে এলে শাজাহান খান ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফের দাবি তোলেন। দাবি পূরণ করা না হলে তাকে (রাষ্ট্রপতি) মাদারীপুর সভা করতে দেয়া হবে না বলে হুশিয়ার করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ এ দাবি মেনে ঐ সামবেশ থেকে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ ঘোষনা করেন। • ১৯৮৪ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এইচ, এম, এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। • ১৯৯১ সালে ২০ মার্চ তিনি জাসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন।

- ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ২১৮, মাদারীপুর-২ আসন থেকে দ্বিতীয় বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৯১ সালে জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৯২ সালে জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এখনও ঐ পদে আসিন আছেন।
- ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় শ্রম ও জনশক্তি উপ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত হন।
- ১৯৯২ সালে মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৯২ সালে ৬ আগষ্ট জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ চালুর প্রস্তাব উত্থাপনের পর বি,এন,পি সরকার কণ্ঠভোটে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এরপর মাদারীপুর জেলাব্যাপী তিনি ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।
- ১৯৯২ সালে ২৫ অক্টোবর পঞ্চম জাতীয় সংসদে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন।
- ১৯৯৪ সালে ২৮ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় সংসদ হইতে পদত্যাগ করেন।

- ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে শেখ হাসিনার নির্দেশে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র মো: হানিফ কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে স্থাপিত জনতার মঞ্চ রক্ষার জন্য অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। একটানা দেড়ঘন্টা মোনাজাত পরিচালনা ও সাতঘন্টা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে রাস্তায় অবস্থান করে জনতার মঞ্চ রক্ষা করেন।
- ১৯৯৬ সালের ১২ জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ২১৮, মাদারীপুর-২ আসন থেকে তৃতীয়বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৬ বছর কারাবরণ করেন এবং বিভিন্ন সময়ে তিন বছর আত্মগোপনে ছিলেন।
- ১৯৯৮ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ২১৮, মাদারীপুর-২ থেকে ৪র্থ বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২০০৪ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সংসদ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন।
- ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারী দেশে জরুরী আইন জারী করে কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। তারা সংসদ সদস্য ভবন দখলের চেষ্টা করে। সরকারের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন ও সাবেক সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং সংসদ সদস্য ভবন রক্ষা করেন। সংষদ সদস্য ভবনের বর্তমান সাইনবোর্ডগুলোও তিনি স্থাপন করেন। যা স্থাপন করতে কেউ সাহস পাননি।
- ২০০৭ সালে কেয়ারটেকার সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে। তাঁর মুক্তির জন্য সাবেক সংসদ সদস্যদের সংগঠিত করে বিরোধী দলীয় সাবেক উপনেতা (বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি) জনাব আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করার জন্য সব ব্যবস্থা তিনিই করেন।
- ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২১৯, মাদারীপুর-২ থেকে ৫ম বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সেইসাথে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংসদ কমিটি ও বেসরকারী সদস্যদের বিল সম্পর্কিত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২০০৯ সালে ৩১ জুলাই মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
- ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন মন্ত্রীসভায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ২০১৩ সালে বিএনপি-জামাত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সংলাপে বসার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায়। এসময় মুক্তিযোদ্ধাদের নামে কতিপয় কুলাঙ্গার ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচি পালন করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নির্বাচনকালীন মন্ত্রী সভায়

		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলের সমন্বয়ে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন মঞ্চ" গড়ে তোলেন এবং ঐ সংগঠনের আহ্বায়ক ও পরবর্তীতে সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় বিএনপি-জামাত রেলপথের ফিসপ্লেট উপড়ে ফেলছিল এবং রেল গড়ীতে আগুন দিয়ে নাশকতা চালাচ্ছিল। এ সময় তিনি রেলপথ পদযাত্রা, রেল টার্মিনালে সমাবেশ এবং জনতার অভিযাত্রা নামে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দেশব্যাপী সফর করেন এবং বিএনপি-জামাতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের পর বিএনপি-জামাতের অসৎ উদ্দেশ্য ভন্ডুল হয়ে যায়। • ১৯৯২ সালে সরকার শ্রম আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ২০০৬ সালে আইনটি সংসদে পাশ হয়। এ আইন সংশোধনের জন্য তিনি ৫৬টি সংশোধনি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন। স্পীকার জমিরউদ্দিন সরকার বিরোধী দলকে প্রস্তাব উত্থাপন করতে না দেয়ায় বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ওয়াক আউট করা হয়। এই আইন প্রনয়ন কমিটিতে তিনি ৯ (নয়) বছর সদস্য ছিলেন। • ২০১৩ সালে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করা হয়। এই কমিটিতে তিনি ৫ বছর সদস্য ছিলেন। • তিনি ২০০৯ সাল থেকে সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) এর সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও গার্মেন্টস সেক্টরের সমস্যা নিরসণকল্পে মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্য, আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটি সদস্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফাষ্ট ট্রাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটিসহ সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। • ২০০৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে নদীর দখল, দূষনমুক্ত করা ও নাব্যতা রক্ষা সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। • চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির কমিটির তিনি কো-চেয়ারম্যান। • তিনি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল (জামুকা) এর সদস্য। • ২০১৪ সালের ৫জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ২১৯, মাদারীপুর-২ আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬ষ্ঠ বারের মত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। • ২০০১ সালে গার্মেন্টস টেইলার্স ওয়ার্কার্স লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। • ২০১৩ সালে ৫২টি গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সমন্বয়ে গঠিত "গার্মেন্টস শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ" এর আহ্বায়ক নির্বাচিত এবং শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা, গার্মেন্টস কারখানা জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর সহ নৈরাজ্য বন্ধ করা, গার্মেন্টস সেক্টরে নারী শ্রমিকদের ঘরে বন্দী করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শানিত করা ও জিএসপি সুবিধা ফিরে পাওয়ার দাবীতে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। • ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠান করেন। বৃষ্টির মধ্যে লক্ষ শ্রমিক সমবেত হয়। এই মহাসমাবেশে তিনি শ্রমিকদের কারখানা জ্বালাও-পোড়াও এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। সরকারের কাছে শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য মজুরী প্রদানের আহ্বান জানান। তার এই আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মজুরী ৩০০০ টাকা থেকে ৫৩০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পায়। এর পর থেকে অদ্যাবধি গার্মেন্টস সেক্টরে কোন নৈরাজ্য ও তান্ডব সৃষ্টি হয়নি। • ২০১৫ সালে ৫ জানুয়ারি থেকে ৯২ দিন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামাত লাগাতার অবরোধ-হরতাল ডেকে পেট্রোল বোমায় শ্রমিক, কর্মচারী, পেশাজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, নারী, শিশুসহ অসংখ্য মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তিনি ২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারি শ্রমিক কর্মচারী, পেশাজীবি মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

		• ২০১৫ সালের ৩০ জানুয়ারি তারিখে শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে তিনি ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষনা করেন, এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ০১ (এক) টা থেকে এক মিনিট পর্যন্ত দেশব্যাপী সকল যানবাহনের (সড়ক, নৌ ও রেল) শ্রমিকরা অবিরাম হর্ণ বাজাবে এবং ব্যবসায়ীরা বাঁশি বাজিয়ে জামাত-বিএনপি'র নাশকতার প্রতিবাদ করবে। বাংলাদেশে এক অভিনব আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হয়। • বিএনপি'র গুলশান অফিস ঘেরাও হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারী ২৫/৩০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধারা গুলশান বিএনপি'র অফিস ঘেরাও করতে যাওয়ার পথে মিছিলের উপর বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা একর পর এক বোমা হামলা করে। ২৯জন নেতা কর্মী আহত হয়। • ১৭ ফেব্রুয়ারি এই হামলার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও বোমা হামলা করা হয়। • ১৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা শহরে ট্রাক মিছিল নিয়ে মালিবাগ পৌছালে সেখানে বোমা হামলা করা হয়। • ১৯ ফেব্রুয়ারি মতিঝিলে জাতীয় পাতাকা মিছিলের উপরও বোমা হামলা করা হয়। শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধারা সকল বোমা হামলাকে উপেক্ষা করে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে বিএনপি-জামাতের লাগাতার অবরোধ ও হরতাল অকার্যকর হয়ে পড়ে। শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ ৮ এপ্রিল মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত তার নেতৃত্বে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিলে ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। ঐ দিনই খালেদা জিয়া গুলশান বিএনপি অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হন। দেশে নৈরাজ্য বন্ধ হয় এবং শান্তি ফিরে আসে। • ২০১৫ সালে পাকিস্তানী ঢাকাস্থ দূতাবাস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে তিনি যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনার বিচার, ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস ঘোষনা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কটাক্ষকারীদের বিচারের জন্য পাশ্চাত্যের হলোকাষ্ট বা জেনোসাইড ডিনায়েল ল' এর আদলে বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাদের পরিবারের নাগরিকত্ব বাতিল, যুদ্ধের কারণে পাকিস্তানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা সহ ২১ দফা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলন" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই সংগঠনের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এই সংগঠনের নেতৃত্বে বহু আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। • আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলনের পক্ষ থেকে ২১ দফা দাবী নিয়ে পরিচালিত আন্দোলনের ফলে গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ঘোষনা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাব উত্থাপনকারী ছিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ গণবিচার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক শিরিন আক্তার, এম.পি। এ প্রস্তাবটি সংসদে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকল কার্যক্রমের নেপথ্যে কাজ করেছেন শাজাহান খান। • জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তার দলের মদদে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় তথাকথিত বিপ্লবী দল পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, সাম্যবাদী দলের অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায়। এসময় শাজাহান খান অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন এবং জনরোধ সৃষ্টি করে অস্ত্রধারীদের এসব এলাকা থেকে বিতারিত করে মাদারীপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা কর্মী সহ অসংখ্য মানুষ অস্ত্রধারীদের হাতে নিহত হয়।
বিদেশ সফর	ঃ	তিনি রাশিয়া, ভারত, নেপাল, দুবাই, আবুধাবী, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, স্কটল্যান্ড, জাপান, কেনিয়া, থাইল্যান্ড, ইতালী, শ্রীলংকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইটালী, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, নেদারল্যান্ড, জার্মান, ম্যাকাউ, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, সৌদি আরব, মিশর, দক্ষিন আফিকা, মরোক্কসহ প্রভৃতি দেশ সফর করেন।